Economic Organization

জি-২০ (G - 20):

> বিশ্বের ধনী দেশগুলোর সংগঠনের নাম : জি-২০।

> জি-২০ প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯৯৯ সালে।

> জি-২০ এর সদস্য দেশ : ২০।

> জি-২০ এর সদস্য দেশগুলোর নাম : আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ফ্রান্স,জার্মানি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, মেক্সিকো, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক,ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র।

> জি-২০ প্রকৃতপক্ষে সংগঠন নামে পরিচিত : Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors.

> জি-২০ নামে আরো একটি সংগঠন রয়েছে যেটি উন্নয়নশীল দেশগুলো নিয়ে গঠিত। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় : ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে। এ সংস্তার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৩।

D-8 (ডি-৮) :

> D- 8 (Developing -8) গঠিত হয় : ১৫ জুন ১৯৯৭।

> ডি -৮-এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় : ১৯৯৭ সালে তুরস্কে।

> ডি -৮ এর সদর দপ্তর : ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।

> ডি -৮ এর সদস্য দেশ : ৮টি। তুরস্ক, ইরান, পাকিস্থান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও নাইজেরিয়া।

> ডি -৮ জোটের প্রস-াবক : তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাসুদ আসতামাস।

> ডি -৮ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : সদস্য দেশগুলোর জনগণের শানি-, সংলাপ, সহযোগিতা, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও সমতার ভিত্তিতে পারস্পরিক উন্নয়ন সাধন।

> ডি -৮-এর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় : ২ বছর অন্তর।

> ডি -৮-এর সপ্তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় : ৮ জুলাই ২০১০; আবুজা, নাইজেরিয়া।

> ডি -৮ -এর বর্তমান চেয়ারম্যান : নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট গুডলাক জোনাথন (৮ জুলাই ২০১০-বর্তমান)।

G – 8 (জি-৮) :

> G – 8 (Group of 8) : বিশ্বের শিল্পোন্নত ৮টি দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের জোট।

> জি-৮ প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৫ নভেম্বর ১৯৭৫।

> জি -৮-এর প্রতিষ্ঠাকালীন নাম : এ-৬

> জি- ৮ এর একমাত্র এশীয় দেশের নাম : জাপান।

> জি- ৮ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সংখ্যা : ৬; যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ইতালি ও জাপান।

> জি- ৮ এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ৮; কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ইতালি, জাপান ও রাশিয়া।

> জি -৮-এর ৩৬তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় : ২৫-২৭ জুন, ২০১০; মুসকোকা, অন্টারিও (কানাডা)।

> জি- ৮+ ৫ : জি-৮ এর সদস্য দেশসহ ব্রাজিল, চীন, ভারত, মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে গঠিত গ্রুপ।

> জি- ৮ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : সদস্য দেশগুলোর পারস্পারিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

> জি- ৮ এর সর্বশেষ সদস্য : রাশিয়া (যোগদান ১৫ মে ১৯৯৮)।

> জি -৮-এর বর্তমান চেয়ারম্যান : ষ্টিফেন হার্পার, কানাডা (১ জানুয়ারি ২০১০-বর্তমান)

> জি -৭ : রাশিয়া ব্যতীত শিল্পোন্নত অন্য ৭টি দেশের অর্থমন্ত্রীদের জোট।

এপেক (APEC) :

> APEC-এর পূর্ণরূপ : Asia-Pacific Economic Co-operation

> APEC প্রতিষ্ঠিত হয় : ৬ নভেম্বর ১৯৮৯।

> APEC-এর সদর দপ্তর অবসি'ত : সিঙ্গাপুর সিটি, সিঙ্গাপুর।

> APEC-এর উদ্যোক্তা : অষ্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বব হক।

> APEC-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়ে শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের এক বিশাল এলাকা গড়ে তোলা।

> APEC-এর ২২তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় : সিঙ্গাপুরে (১৪-১৫ নভেম্বর ২০০৯)।

> APEC-এর সদস্য সংখ্যা : ২১টি। চীন, হংকং, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রুনাই, কানাডা, চিলি, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ভিয়েতনাম ও পেরু।

> APEC-এর প্রথম শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় : অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় (৬-৭ নভেম্বর ১৯৮৯)।

> APEC এর নির্বাহী পরিচালক : দাতু মোহাম্মদ নুর ইয়াকুব, মালয়েশিয়া (১ জানুয়ারি ২০১০-বর্তমান)।

> APEC-এর পরবর্তী সম্মেলনগুলো অনুষ্ঠিত হয় : ১০-১৪ নভেম্বর ২০১০, ইয়োকাহামা, জাপান।

জি-৭৭ (G-77) :

> G-77 এর পূর্ণরূপ : Group of 77.

> জি -৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৫ জুন ১৯৬৪।

> জি -৭৭ এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ১৩০।

> জি -৭৭ এর সর্বশেষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় : ১৫-১৬ জুন ২০০৫, কাতারের দোহায়।

> জি -৭৭ গঠনের উদ্দেশ্য : তৃতীয় বিশ্বের তথা উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করা।

> জি -৭৭ এর সদর দপ্তর অবসি'ত : এর কোন সাংগঠনিক কাঠামো বা সদর দপ্তর নেই।

> জি -৭৭ ত্যাগকারী দেশ : নিউজিল্যান্ড (১৯৭৩), মেক্সিকো (১৯৯৪), দ. কোরিয়া (১৯৯৬), পালাউ (২০০৪), মাল্টা (২০০৪), সাইপ্রাস (২০০৪) ও রোমানিয়া (২০০৭)।

> বাংলাদেশ কোন মেয়াদে এ-৭৭-এর চেয়ারম্যান ছিল : ১৯৮২-৮৩

SAARC (সার্ক):

> SAARC-এর পূর্ণরূপ : South Asian Association for Regional Co-operation.

> সার্ক আনুষ্ঠানিককালে গঠিত হয় : ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫।

> সার্ক সচিবালয় অবস্থিত : কাঠমান্ডু, নেপাল।

> ২০০৪ সালে প্রথম সার্ক পদক লাভ করেন : শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

> সার্কের রূপকার ছিলেন : বাংলাদেশের শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

> ২০০৪ সালে প্রথম সার্ক পদক লাভ করেন : শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

> ২০০৪ সালে প্রথম সার্ক পদক লাভ করেন : শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

www.bcsourgoal.com.bd

> সার্কের বর্তমান বা নবম মহাসচিবের নাম : শীলকান- শর্মা (ভারত)।

> সার্কের বর্তমান চেয়ারপার্সন : জিগমে থিনলে, ভুটান (২৮ এপ্রিল ২০১০-বর্তমান)।

> সার্কভূক্ত দেশ : ৮টি। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান।

> সার্কের সর্বশেষ বা অষ্টম সদস্য দেশ : আফগানিস্তান (৩ এপ্রিল ২০০৭)।

> সার্কের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেয়া হয়েছে কোন কোন দেশ ও সংস্থাকে : চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, দ. কোরিয়া, ইরান, মরিশাস, মিয়ানমার, অষ্ট্রেলিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে।

> কোন দেশ সার্কপোল গঠনের প্রস্তাব করে : নেপাল (২০০৭ সালে)।

সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়

> সার্কভূক্ত দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম : সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় (South Asian University-SAU)

> সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় অবসি'ত : নয়াদিল্লী, ভারত।

> সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু হয় : ২৬ আগষ্ট ২০১০।

> সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন : ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং; ২০০৫ সালে।

> সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগোর ডিজাইনার : পাকিস্তানের ওমর ফায়জুল্লাহ (লোগাটি সার্কভূক্ত আটটি দেশকে নির্দেশ করে)।

> সার্ক ঘোষিত বর্ষ, দশক ও দিবস

সার্ক বর্ষ

> ১৯৮৯ : সার্ক মাদকের অপব্যবহার ও চোরাচালান রোধবর্ষ।

> ১৯৯০ : সার্ক কন্যাশিশু বর্ষ (SAARC Year of Girl Child)

> ১৯৯১ : সার্ক আবাস বর্ষ (SAARC Year of Shelter)

> ১৯৯২ : সার্ক পরিবেশ বর্ষ (SAARC Year of Environment)

> ১৯৯৩ : সার্ক প্রতিবন্ধী বর্ষ (SAARC Year of Disabled Persons)

> ১৯৯৪ : সার্ক যুববর্ষ (SAARC Year of Youth)

> ১৯৯৫ : সার্ক দারিদ্র্য, দূরীকরণ বর্ষ

> ১৯৯৬ : সার্ক সাক্ষরতা বর্ষ (SAARC Year of Literacy)

> ১৯৯৭ : সার্ক প্রতিনিধিমূলক প্রশাসন বছর

> ১৯৯৯ : সার্ক জীববৈচিত্র্য বর্ষ

> ২০০২-০৩ : সার্ক পরিবেশ যুবকদের অংশগ্রহণ বর্ষ

> ২০০৪ : এইচআইভি/ এইডস সচেতনতা বর্ষ

> ২০০৬ : সাউথ এশিয়া ট্যুরিজম ইয়ার

> ২০০৭ : সবুজ দক্ষিণ এশিয়া বর্ষ (ইয়ার অব গ্রিন সাউথ এশিয়া)

সার্ক দশক:

> ১৯৯১-২০০০ : সার্ক কন্যা দশক

> ২০০১-২০১০ : শিশু অধিকার দশক

> ২০০৬-২০১৫ : সার্ক দারিদ্র্য বিমোচন দশক

> ২০১০-২০২০ : সার্ক কানেক্টিভিটি দশক।

www.bcsourgoal.com.bd

সার্ক দিবস:

> ৮ ডিসেম্বর : সার্ক চার্টার দিবস

> ২৪ সেপ্টেম্বর : সার্ক ঘোষিত মীনা দিবস

সার্ক শীর্ষ সম্মেলন:

> ১৬তম সম্মেলন, স্থান থিম্পু, ভুটান, সময়কাল ২৮-২৯ এপ্রিল ২০১০।

> ১৭তম সম্মেলন, স্থান মালে, মালদ্বীপ, সময়কাল ২০১১।

সার্কের মহাসচিববৃন্দ

> কিউ এ এম এ রহিম বাংলাদেশ, সময়কাল ১১ জানুয়ারি ২০০২ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

> শীলকান্ত শর্মা ভারত, সময়কাল ১ মার্চ ২০০৮ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

> ফাতিমা দিয়ানা সাঈদ মালদ্বীপ, সময়কাল ১ মার্চ ২০১১ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

সার্কের গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন ও চুক্তি

> কনভেনশন ও চুক্তি- সাফটায় সেবা বাণিজ্য (Trade in Services), স্বাক্ষরকাল ২৯ এপ্রিল ২০১০, স্বাক্ষর স্থান- থিম্পু, ভুটান।

> পরিবেশ সহযোগিতা বিষয়ক সার্ক সনদ (সার্ক কনভেনশন অন কো অপারেশন অন এনভায়রনমেন্ট), স্বাক্ষরকাল- ২৯ এপ্রিল ২০১০, থিম্পু, ভুটান।

ASEAN (আসিয়ান) :

> ASEAN (Association of South East Asian Nations) প্রতিষ্ঠিত হয় : ৮ আগষ্ট ১৯৬৭।

> আসিয়ানের সর্বশেষ সদস্য দেশ : কম্বোডিয়া (৩০ এপ্রিল ১৯৯৯)।

> আসিয়ানের সদর দপ্তর অবসি'ত : জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া (প্রতিষ্ঠা ১৯৭৬ সালে)।

> আসিয়ানের বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ১০। মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, ভিয়েতনাম, লাওস, মিয়ানমার ও কম্বোডিয়া।

> ASEAN-এর বর্তমান মহাসচিব : ড. সুরিন পিতাসুয়ান, থাইল্যান্ড (১ জানুয়ারি ২০০৮-বর্তমান)।

> ASEAN + ৩ : আসিয়ানভূক্ত দেশসহ চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াকে নিয়ে গঠিত ফোরাম।

> ARF (আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরাম):

--ARF-এর সদস্য সংখ্যা : ২৭।

--ARF (ASEAN Regional Forum) প্রতিষ্ঠিত হয় : ২৫ জুলাই ১৯৯৪।

--ARF-এর ২৭তম দেশ : শ্রীলংকা, ১ আগষ্ট ২০০৭ (২৬তম সদস্য বাংলাদেশ; সদস্যপদ লাভ ২৮ জুলাই ২০০৬)।

ACU (আকু):

> ACU (Asian Clearing Union) প্রতিষ্ঠিত হয় : ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪।

> ACU-এর সদর দপ্তর : তেহরান, ইরান।

> ACU-এর কার্যক্রম শুরু হয় : নভেম্বর ১৯৭৫।

> ACU-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ : ৫টি। (ভারত, ইরান, নেপাল, পাকিস-ান ও শ্রীলংকা)।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

> ACU-এর বর্তমান সদস্য দেশ : ৯টি। দেশগুলো হলো : মালদ্বীপ, বাংলাদেশ, ইরান, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা।

> ACU বাংলাদেশ-এর সদস্যপদ লাভ করে : ১৯৭৬ সালে।

GECF (জিইসিএফ) :

> GECF (Gas Exporting Countries Forum) প্রতিষ্ঠা লাভ করে : ২০০১ সালে, তেহরান।

> GECF-এর সনদ গৃহীত হয় : ২৩ ডিসেম্বর ২০০৮।

> GECF-এর সদস্য দেশ : আলজেরিয়া, বলিভিয়া, মিশর, ইরান, লিবিয়া, নাইজেরিয়া, ভেনিজুয়েলা, কাতার, রাশিয়া, ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো ও নিরক্ষীয় গিনি।

> GECF-এর পর্যবেক্ষক দেশ : কাজাখস্তান, নরওয়ে।

> GECF-এর সদর দপ্তর : দোহা, কাতার।

OPEC(ওপেক) :

> OPEC-এর পূর্ণরূপ : Organisation of the Petroleum Exporting Countries.

> ওপেক গঠিত হয় : ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬০।

> সর্বপ্রথম দেশ নিয়ে ওপেক গঠিত হয় : ৫টি।

> ওপেকের বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ১২।

> এঙ্গোলা OPEC-এর সদস্য পদ লাভ করে : ১ জানুয়ারি ২০০৭।

> ওপেকের সদস্য রাষ্ট্রগুলো : আলজেরিয়া, এঙ্গোলা, ইরান, ইরাক, কুয়েত, কাতার, নাইজেরিয়া, ভেনিজুয়েলা, লিবিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইকুয়েডর।

> ওপেক গঠনের উদ্দেশ্য : সদস্য দেশগুলোর মধ্যে তেলের উৎপাদন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা।

> ১৯৯২ সালে কোন দেশ ওপেক-এর সদস্যপদ ত্যাগ করে : ইকুয়েডর (উল্লেখ্য, ১৭ নভেম্বর ২০০৭ পুনরায় সদস্যপদ গ্রহণ করে)।

> OPEC-এর সদর দপ্তর অবসি'ত : ভিয়েনা, অষ্ট্রিয়া।

> OPEC-এর আরব দেশগুলো : ইরান, নাইজেরিয়া, ভেনিজুয়েলা, অ্যঙ্গোলা ও ইকুয়েডর।

> OPEC-ভূক্ত একমাত্র অআরব এশীয় দেশ : ইরান।

> OPEC-ভূক্ত আরব দেশ : আলজেরিয়া, ইরাক, কুয়েত, কাতার, লিবিয়া, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

> ওপেক ত্যাগকারী সদস্য দেশ : ২টি। ইন্দোনেশিয়া (১৯৬২-১০ সেপ্টেম্বর ২০০৮), গ্যাবন (১৯৭৮-১৯৯৫)।

OECD (ওইসিডি) :

> OECD-এর পূর্ণরূপ : Organization for Enonomic Co-operation and Development.

> OECD-সালে প্রতিষ্ঠিত হয় : ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৬১।

> OECD-এর সদর দপ্তর অবসি'ত : প্যারিস, ফ্রান্স।

> OECD-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ৩৩।

> OECD-এর ৩৩তম সদস্য দেশ : ইসরাইল (৭ সেপ্টেম্বর ২০১০)।

> OECD-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান।

কলম্বো পরিকল্পনা (Colombo Plan) :

> Colombo Plan 'র প্রতিষ্ঠা : ১ জুলাই ১৯৫১, শ্রীলংকায়।

www.bcsourgoal.com.bd

> Colombo Plan -এর নতুন নাম : Colombo Plan Co-operative Economic and Social Development (CPCESD)

> Colombo Plan -এর নতুন নামকরণ করা হয় : ১৯৭৭ সালে।

> Colombo Plan -এর মহাসচিব : দাতু প্যাট্রিকা ইয়ুনমোযি (মালয়েশিয়া), আগষ্ট ২০০৯-বর্তমানে কর্মরত।

> Colombo Plan -এর বর্তমান সদস্য দেশ : ২৬টি। দেশগুলো হলো : আফগানিস্থান, বাংলাদেশ, ভুটান, মিয়ানমার, ফিজি, ভারত, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, পাপুয়া নিউগিনি, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, মঙ্গোলিয়া, থাইল্যান্ডে, ভিয়েতনাম ও ব্রুনাই।

> Colombo Plan -এর সাংগঠনিক কাঠামো : ক. পরামর্শক কমিটি, খ. কারিগিরি সহযোগিতা পরিষদ ও গ. ব্যুরো।

> Colombo Plan -এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : উন্নয়ন পরিকল্পনার পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নিজেদের মধ্যে উন্নয়নশীল কাজের সহযোগিতা বৃদ্ধি।

সিরডাপ (CIRDAP) :

> CIRDAP-এর পূর্ণরূপ : Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific.

> CIRDAP গঠিত হয় : ৬ জুলাই ১৯৭৯।

> CIRDAP -এর সদর দপ্তর : ঢাকা (সুপ্রিম কোর্টের সম্মুখে চামেলী হাউসে)।

> CIRDAP প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা : খাদ্য ও কৃষি সংস্থা।

> CIRDAP -এর সদস্য সংখ্যা : ১৪টি। বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, নেপাল, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, পাকিস্থান, আফগানিস্থান, ইরান, লাওস, মালয়েশিয়া ও মিয়ানমার।

> CIRDAP এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য : এশিয়া ও প্রশান- মহাসাগরীয় অঞ্চলের পল্লীর জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন ও ভাগ্যোন্নয়ন।

> সিরডাপের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় : ১৯৮৭ সাল (দ্বিতীয় সম্মেলন ২৪-২৮ জানুয়ারি ২০১০, ঢাকা)।

BIMSTEC (বিমসটেক):

> BIMSTEC-এর বর্তমান পূর্ণরূপ : Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Co-operation.

> পূর্বে BIMSTEC-এর পূর্ণরূপ : Bangladesh, India, Myanmar, Srilanka, Thailand, Economic Co-operation.

> এরও পূর্বে BIMSTEC-এর নাম : BISTEC

> BIMSTEC এর বর্তমান সদস্য দেশ : ৭টি।

> BIMSTEC এর সদস্য দেশগুলো : বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, নেপাল ও ভুটান।

> BISTEC গঠনের লক্ষ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় : ৬ জুন ১৯৯৭।

> BISTEC গঠনের লক্ষ্যে প্রথম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় : ব্যাংকক, থাইল্যান্ড।

> BIMSTEC কোন ধরনের সংগঠন : অর্থনৈতিক।

> BIMSTEC-এর সর্বশেষ সদস্য এবং সদস্য পদ পায় : নেপাল ও ভুটান (২০০৩)।

> BIMSTEC-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলো থেকে পূর্ণ সুবিধা ভোগ করার লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে বৃহত্তর অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোট গঠন।

> BIMSTEC-এর সহযোগিতার ক্ষেত্র : ১৪টি।

www.bcsourgoal.com.bd

> BIMSTEC-এর সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো : বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, জ্বালানি, জলবায়ু, পরিবহন ও যোগাযোগ, পর্যটন, মৎস্য, কৃষি, সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, পরিবেশ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জনস্বাস'্য, জনগণের মধ্যে যোগাযোগ, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সন্ত্রাসবাদ দমন ও আন্তোঃদেশীয় অপরাধ।

(ইন্টারনেট হতে সংগ্রহীত)

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd